

এবং পুত্রেষু নষ্টেষু দেবমাতা দিতিস্তদা । হতে ত্রিপিষ্টপে দৈত্যৈঃ পর্য্যতপ্যদনাথবৎ ॥
 একদা কশ্যপ স্ত্রীয়া আশ্রমং ভগবানগাৎ । নিরুৎসবং নিরানন্দং সমাধের্বিরতশ্চিরাৎ ॥ ১ ॥
 সপত্নীং দীনবদনাং কৃতাসন পরিগ্রহঃ । সভাজিতো যথা ন্যায়মিদমাহ কুরুদ্বহ ॥ ২ ॥
 অপ্যভদ্রং ন বিপ্রাণাং ভদ্রে লোকেহধুনাগতং । ন ধর্ম্মস্য নলোকস্য মৃত্যোশ্চন্দানুবর্তিনঃ ॥ ৩ ॥
 অপি বা কুশলং কিঞ্চিদগৃহেষু গৃহমেধিনি । ধর্ম্মস্যার্থস্য কামস্য যত্র যোগোহুযোগিনাং ॥ ৪ ॥
 অপি বা তিথয়োহভ্যেত্য কুটুম্বাসক্তয়া ত্বয়া । গৃহাদপূজিতা যাতাঃ প্রত্যাখ্যানেন বা কচিৎ ॥ ৫ ॥

শ্রীদরশাসী ।

ইদানীং শ্রীবামনাবতার প্রসঙ্গমাহ এবমিত্যাদি বাবৎ সমাপ্তি । নষ্টেষু অদৃশ্যেষু সংস্র ॥ ১ ॥
 স কশ্যপঃ পত্নীমিদমাহ ॥ ২ ॥
 দীনবদনাদিকমালোক্য বহুধা বিকল্পয়ন্ পৃচ্ছতি অপ্যভদ্রমিতি সপ্তভিঃ । হে ভদ্রে মৃত্যোশ্চন্দমিচ্ছামনুবর্তিত ইতি তথা
 মৃত্যু বশবর্তিনোজনসোত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥
 হে গৃহমেধিনি অপি বা কিম্বা গৃহেষু ধর্ম্মাদেঃ কিঞ্চিদকুশলমিতি কা কা প্রশ্নঃ যত্র যেষু গৃহেষু অযোগিনামপি যোগঃ স্বধর্ম্মা-
 দিনা যোগফলং ভবতি ॥ ৪ ॥
 কিং বা ত্বয়া অপূজিতা এবাভ্যেত্য গৃহাদযাতাঃ ॥ ৫ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ ।

অপি প্রশ্নে । বিপ্রাণামভদ্রং নাগতং ন প্রাপ্তং নবা ধর্ম্মস্য নবা লোকস্য । লোকং বিশিনষ্টি । মৃত্যোশ্চন্দানুবর্তিন
 ইতি ॥ ১ । ২ । ৩ । ৪ । ৫ । ৬ ॥

শ্রীবিখ্যাতচক্রবর্তী ।

ষোড়শে কশ্যপপ্রশ্নেরদিতি স্তং নাবেদয়ৎ । অপুত্র হুঃখ তচ্ছাত্তো স প্রোবাচ পয়োত্রতং । নষ্টেষু অদৃশ্যেষু সংস্র ॥ ১ ॥
 স কশ্যপঃ ॥ ২ ॥
 দীন বদনাদেঃ কারণং বিকল্পয়ন্ বহুধা পৃচ্ছতি । অপ্যভদ্রমিতি সপ্তভিঃ । অপীতি প্রশ্নে । বিপ্রাণামভদ্রং নাগতং
 ন প্রাপ্তং নবা ধর্ম্মস্য ন বা লোকস্য লোকং বিশিনষ্টি । মৃত্যোশ্চন্দ মিচ্ছামনুবর্তিত ইতি তত্ত্ব ॥ ৩ ॥
 অকুশলং বা ধর্ম্মাদেঃ । যত্র গৃহেষু অযোগিনাং ধর্ম্মিণামপি যোগঃ যোগফলপ্রাপ্তিঃ ॥ ৪ ॥
 প্রত্যাখ্যানেনাপ্যপূজিতা ॥ ৫ ॥

শুকদেব কহিলেন রাজন্ ! দেবগণ উক্ত প্রকারে অদর্শন হইলে এবং দৈত্যবর্গ স্বর্গ হরণ করিয়া
 লইলে দেবমাতা অদিতি অনাথার ন্যায় হইয়া নিরন্তর পরিতাপ করিতেছিলেন তাঁহার পতি প্রজাপতি
 কশ্যপ বহুকালের পর সমাধি হইতে বিরত হইয়া এক দিন তদীয় নিরুৎসব নিরানন্দ আশ্রমে গমন
 করিলেন ॥ ১ ॥

এবং যথা বিধি পূজিত হইয়া আসন পরিগ্রহানন্তর পত্নীর স্নান বদন দর্শনে জিজ্ঞাসা করিতে
 লাগিলেন ॥ ২ ॥

ভদ্রে ! লোকমধ্যে ব্রাহ্মণদিগের ত কোন অমঙ্গল হয় নাই ? ধর্ম্মের ত কোন অভদ্র হয় নাই ?
 আর মৃত্যুর বশবর্তি লোকদের ত কোন অশুভ হয় নাই ? ॥ ৩ ॥

অথবা তোমার গৃহে ধর্ম্ম অর্থ কামের ত কোন অকুশল হয় নাই ? হে গৃহমেধিনি ! গৃহাশ্রম সামান্য
 নহে, তাহাতে অযোগিদিগেরও স্বধর্ম্মাদি দ্বারা যোগ ফল লভ্য হয় ॥ ৪ ॥

হে সুন্দরি ! এমত স্নান কেন ? তুমি কুটুম্বাসক্তা ছিলে, কোন অতিথি আসিয়া প্রত্যাখ্যানাদি দ্বারা
 পূজিত না হইয়াই কি গৃহে হইতে গিয়াছেন ? ॥ ৫ ॥

গৃহেষু যেষ্বতিথয়ো নার্কিতাঃ সলিলৈরপি । যদি নির্যান্তি তে নুনং ফেঙ্গরাজগৃহোপমাঃ ॥ ৬ ॥
 অপ্যগ্নয়স্ত বেলায়াং ন হতা হবিষা সতি । ত্রয়োদ্বিগ্ধিয়া ভদ্রে প্রোষিতে ময়ি কহিঁচিৎ ॥
 যৎ পূজয়া কামদুঘান্ যাতিলোকান্ গৃহাস্বিতঃ । ব্রাহ্মণোহগ্নিশ্চ বৈবিষ্ণোঃ সৰ্বদেবান্নোমুখঃ ॥ ৭ ॥
 অপি সৰ্বৈ কুশলিন স্তব পুত্রা মনস্বিনি । লক্ষ্যে স্বস্থমাত্মানং ভবত্যা লক্ষণৈরহং ॥ ৮ ॥
 শ্রীঅদিতিরুবাচ ॥
 ভদ্রং দ্বিজগবাং ব্রহ্মন্ ধৰ্ম্মশাস্ত্র জনশ্চ । ত্রিবর্গশ্চ পরং ক্ষেত্রং গৃহমেধিন্ গৃহা ইমে ॥ ৯ ॥
 অগ্নয়োহতিথয়ো ভূত্যা ভিক্ষবো যে বলীপ্সবঃ । সৰ্বং ভগবতো ব্রহ্মমুখ্যানামরিষ্যাতি ॥ ১০ ॥

শ্রীপরশ্রামী ।

নার্কিতাঃ অনার্কিতাঃ সন্তো যদি নির্গচ্ছন্তি ফেঙ্গরাজঃ শৃগালনাথ স্তদীয় বিবর তুল্যাঃ ॥ ৬ ॥
 বেলায়াং হোমকালে কহিঁচিন্ন হতাঃ কিং ॥ ৭ ॥
 ভবত্যা আত্মানং মনঃ অস্থমপ্রকৃতিস্থং লক্ষণৈ মুখম্নান্যাদিতি লক্ষ্যামি ॥ ৮ ॥
 অস্থাত্ম্য কারণমন্যদন্তীতি বক্তুং তৎপৃষ্টমভদ্রাদিকং নাস্তীত্যাহ ভদ্রমিতি দ্বাভ্যাং ইমে গৃহা ত্রিবর্গস্য পরং ক্ষেত্রং উদ্ভবস্থানং
 ত্রিবর্গোহপি যথবদ্বার্ত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥
 ভগবত স্তবানুধ্যানং যন্ময়া ক্রিয়তে তন্মাদগ্নয়োহতিথয় ইত্যাদি সৰ্বং নরিষ্যাতি ন হীয়তে ॥ ১০ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ ।

দ্বিজগবামিতি দ্বিজোপলক্ষণত্বাদ্যাবোপি পৃষ্ঠা ইত্যভিপ্রায়াৎ ॥ ৯ ॥
 সৰ্বমিত্যাদৌ তথাপি পূজগতদুঃখং ভবভোবাপরাধ ইতি ভাবঃ ॥ ১০। ১১ ॥

শ্রীবিখনাথচক্রবর্তী ।

ফেঙ্গঃ শৃগালঃ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥
 ত্রিবর্গশ্চ ক্ষেত্রং উদ্ভব স্থানং ত্রিবর্গোপি যথোচিতং বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥
 ভগবত স্তব । তৎ কৰ্ম্মকামদুখ্যানারিষ্যাতি ন হীয়তে ॥ ১০। ১১ ॥

গৃহ হইতে অধিতি বিমুখ হওয়া অতিশয় অনিষ্টের কারণ, যে সকল গৃহে অতিথি আসিয়া জল
 দ্বারাও অর্চিত না হইয়া নির্গত হয়, সে সকল গৃহ শৃগালরাজের বিবর তুল্য ॥ ৬ ॥

হে সতি ! তোমার বিমনস্কতার কারণ কি ? আমি প্রবাসস্থ হওয়াতে সৰ্বদা উদ্বিগ্ন চিন্তা থাকিতে,
 তাহাতে কি কোন দিন যথা কালে হবির্দ্বারা অগ্নিত্রয়ে হোম করিতে বিস্মৃত হইয়াছ ? গৃহি ব্যক্তির
 অগ্নিত্রয়ে হোম করা আবশ্যক বটে, কারণ ব্রাহ্মণ ও অগ্নি সৰ্ব দেবময় বিষ্ণুর মুখ, অগ্নির অর্চনা দ্বারা
 গৃহস্থ ব্যক্তির কামদুঘ লোক সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

হে মনস্বিনি ! তোমার পুত্রেরা ত সকলে কুশলী ? মুখম্নানতাদি লক্ষণ দ্বারা বোধ হইতেছে
 তোমার অন্তঃকরণ যেন প্রকৃতিস্থ নহে, বল না এ রূপ অশ্রমস্কতার কারণ কি ? ॥ ৮ ॥

অদिति কহিলেন ব্রহ্মন্ ! গো ব্রাহ্মণ ধৰ্ম্ম এবং সকল লোকেরই মঙ্গল । অপর হে গৃহমেধিন্ !
 যে গৃহ ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের উদ্ভবস্থান, তাহারও কুশল, অর্থাৎ ধৰ্ম্মাদি ত্রিবর্গও যথাবৎ
 নির্বাহ হইতেছে ॥ ৯ ॥

আর আমি যে আপনার ধ্যান করি তাহাতেই অগ্নি, অতিথি, ভূত্যা, ভিক্ষু প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি
 বলি বাজা করে সকলই পরিতৃপ্ত আছে ॥ ১০ ॥

কোনু মে ভগবন্ কামো নসংপদ্যেত মানসঃ । যন্তা ভবান্ প্রজাধ্যক্ষ এবং ধর্মান্ প্রভাষতে ॥১১

তবৈব মারীচ মনঃ শরীরজাঃ প্রজা ইমাঃ সত্ত্ব রজ স্তমো জুষঃ ।

সমো ভবাং স্তাস্থ স্তুরাদিষু প্রভো তথাপি ভক্তং ভজতে মহেশ্বরঃ ॥ ১২ ॥

তস্মাদীশে ভজন্ত্যা মে শ্রেয়শ্চিস্তয় স্তত্রত । হতশ্রিয়ো হতস্থানান্ সপত্নৈঃ পাহি নঃ প্রভো ॥

পরৈর্বিবাসিতা সাহং মগ্না ব্যসনমাগরে । ঐশ্বর্য্যং শ্রীর্ঘ্যঃ স্থানং হতানি প্রবলৈশ্মম ।

যথা তানি পুনঃ সাধো প্রপদ্যেরন্মমাত্মজাঃ । তথা বিধেহি কল্যাণং ধিয়া কল্যাণকৃতম ॥ ১৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

এবমভ্যর্থিতোহদিত্যা কস্তামাহ স্ময়ন্নিব । অহো মায়াবলং বিঘোঃ স্নেহবন্ধমিদং জগৎ ॥

শ্রীপরশ্রামী ।

প্রস্তুতং বিজ্ঞাপয়িতুমাহ কোষিতি ॥ ১১ ॥

সম্পাদ্যং কামমাহ তবৈবেতি চতুর্ভিঃ ॥ ১২ ॥

সপত্নৈ দৈতৈহুতা শ্রীর্ঘ্যঃ । হতং স্থানং ঘেষাং ইতি পুত্রাতিপ্রায়েণ বহুবচনং ॥ ১৩ ॥

কঃ কশ্যপঃ প্রথমং তাবৎ পুত্রস্নেহং ত্যাজয়িতুং বিশ্বয় ব্যাজেন তত্ত্বমুপদিশতি অহো ইতি সার্কেন ॥ ১৪ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ ।

মারীচেতি পিতৃ ক্রমাগত প্রভাং সূচয়তি ॥ ১২ ॥

নহু তে শ্রীমস্তাঃ নহু ভক্তান্তব্রাহ্ম তস্মাদীশেতি ॥ ১৩ । ১৪ । ১৫ । ১৬ । ১৭ । ১৮ । ১৯ । ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ । ২৫ । ২৬ । ২৭ । ২৮ । ২৯ । ৩০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী ।

তদপি কৃপয়া যদ্যেবং পৃচ্ছসি তর্হি মদুঃখোপশমস্তয়া স্কর এবত্যাহ তবৈবেতি চতুর্ভিঃ মহেশ্বরো ভগবান্ জগতি সর্বত্র
সমোপি ভক্তং যথা ভজতে তথৈব তৎ পুত্রেষু মদ্যে ভক্তিমন্তমিত্রং পালয়িতুমহীতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

ন ইতি পুত্র সাহিত্যাবহবচনং ॥ ১৩ ॥

কঃ কশ্যপ ইবেতি বস্তুতো নস্ময়মানঃ তস্মাদুঃখেনাস্ত দুঃখিতত্বাৎ ॥

আত্মা জীবঃ প্রকৃতেঃ প্রাকৃতাদেহাৎ পরোহন্যঃ ॥ ১৪ ॥

হে ভগবন্ ! আপনি আমার প্রজাধ্যক্ষ এবং এই রূপ ধর্ম উপদেশ করেন, আমার মানস কাম
সম্পন্ন না হইবে কেন ? ॥ ১১ ॥

হে মরীচি তনয় ! প্রজা সকল আপনারই মনঃ ও শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়া সত্ত্ব রজঃ অথবা
তমোগুণ অবলম্বন করে, দেবাদি সেই সকল সন্তানে যদিও আপনার সমান ভাব তথাপি মহেশ্বর
ভক্ত ব্যক্তির প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

অতএব আমি ভক্তি করিয়া আপনার ভজনা করিতেছি, আমার কল্যাণ চিন্তা করিতে আজ্ঞা
হউক । প্রভো ! আমার সপত্নীপুত্র দৈত্যগণ আমার তনয়দিগের শ্রী ও স্থান অপহরণ করিয়া লই-
য়াছে, আপনি তাহাদিগকে রক্ষা করুন । অপর দিতির পুত্রেরা আমাকে দূরীকৃত করিয়া দিয়াছে
তাহাতে আমিও দুঃখ সাগরে মগ্না হইয়া রহিয়াছি । হে ব্রহ্মন্ ! দানবেরা প্রবল হইয়া আমার তনয়-
দিগের ঐশ্বর্য্য, যশঃ শ্রী এবং স্থান যাহা যাহা হরণ করিয়া লইয়াছে আমার সন্তানেরা যে রূপে সে
সকল পুনরায় প্রাপ্ত হয়, হে কল্যাণকারিন্ ! স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা সেই কল্যাণ বিধান করিতে আজ্ঞা
হউক ॥ ১৩ ॥

শুকদেব কহিলেন রাজন্ ! অদिति কর্তৃক এই প্রকারে অভ্যর্থিত হইয়া প্রজাপতি কশ্যপ বিশ্বে-

ক দেহো ভৌতিকো নাত্মা কচাত্মা প্রকৃতেপরঃ । কস্য কে পতিপুত্রাদ্যা মোহ এবহি কারণং ॥ ১৪ ॥

উপতিষ্ঠস্ব পুরুষঃ ভগবন্তং জনার্দনং । সর্বভূত গুহাবাসং বাসুদেবং জগদ্গুরুং ॥ ১৫ ॥

স বিধাস্মতি তে কামানু হরিদীনা নুকম্পনঃ । অমোঘা ভগবৎসেবা নেতরেতি মতিশ্মম ॥ ১৬ ॥

শ্রীঅদিতিরুবাচ ॥

কেনাহং বিধিনা ব্রহ্মণু পশ্বাস্তে জগদ্গুরুং । যথা মে সত্য সংকল্পো বিদধ্যাৎ স মনোরথং ॥

আদিশ ত্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিধং তদুপরাধনং । আশুতুষ্যাতি মে দেব সীদন্ত্যা সহ পুত্রকৈঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীকশ্যপ উবাচ ॥

এতন্মে ভগবান্ পৃষ্ঠঃ প্রজাকামস্য পদ্মজঃ । যদাহ তে প্রবক্ষ্যামি ব্রতং কেশবতোষণং ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

অত্রাপরিতুষ্যন্তীং প্রত্যাহ উপতিষ্ঠস্বতি দ্বাভ্যাং ॥ ১৫ ॥

নন্থেবং ভূতকামপ্রাপ্তি হেতু দেবতাস্তরসেবা প্রসিদ্ধা তত্রাহ অমোঘেতি ॥ ১৬ ॥

যথ্যচ মে মনোরথং বিদধ্যাৎ যথ্যচ মে আশু তুষ্যাতি তথা তৎ সেবা প্রকারমাদিশ ॥ ১৭ ॥

ময়া পৃষ্ঠঃ পদ্মজো মে যদু তমাহ এতন্তে প্রবক্ষ্যামীত্যন্বয়ঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীবিষ্ণুনাথচক্রবর্তী ।

তদপি পুত্রস্নেহেন রুদতীঃ রূপয়া পুনরাহ । উপতিষ্ঠস্বতি পুরুষং বস্তুতঃ পতিং অহস্ত তে লৌকিক এব পতিরिति ভাবঃ । ভগবন্তং সর্বজগতি ত্বং পুত্রাণাং কল্যাণোপায়ঃ সএব জানাতীতি ভাবঃ । জননামোহস্তরজ্ঞাদিনং স্বংসপত্নান্ হস্তমপি সএব সমর্থ ইতি ভাবঃ । জনং স্বভক্তং বলিং ত্রিলোকীমর্দিষ্যতি ইজ্ঞার্থং যাচিষ্যতে ইতি তমিতি তু বাস্তুবোহর্থঃ । সর্ব ভূতেতি বালেশ্বরত্বংকরণং প্রের্য গুরুহেলনমপি সএব তং কারয়িষ্যতে ইতি ভাবঃ । বসুদেবে শুদ্ধসত্ত্বে আবির্ভবতীতি বাসুদেবমিতি ভক্ত্যা স্বাস্তঃকরণং শুদ্ধীকৃত্য তত্রৈব তং ধ্যায়ন্ত্যাং ত্বয়ি স দয়াসিদ্ধুরাবির্ভবিতুমপি নবিলম্বিষ্যতে ইতি ভাবঃ । জগদ্গুরুমিতি তব মম বলেরিদ্ভুত সর্বজগতোপি গঙ্গাপ্রাচুর্ভাবাদিনা হিতং বিধাস্মতীতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

হরিস্তদুঃখহর্তা ॥ ১৬ ॥

সত্যঃ সংকল্পো যস্য ॥ ১৭ । ১৮ ॥

তের ন্যায় হওত বলিলেন অহো ভগবান্ বিষ্ণুর মায়া কি বলবতী ! কি আশ্চর্য্য এই জগৎ স্নেহ পাশে বদ্ধ হইয়াছে ! ভদ্রে ! ভৌতিক অনাত্মা দেহ কোথায় ? এবং প্রকৃতির পরবর্তী আত্মাই বা কোথায় ? পতি পুত্রাদিই বা কে ? এবং কাহারই পতি পুত্রাদি ? মোহই ঐ সকলের কারণ ॥ ১৪ ॥

হে রাজন্ ! মহর্ষি ঐ রূপ তত্ত্বোপদেশ করিয়া দেখিলেন অদিতির তাহাতে পরিতোষ জন্মিল না, অতএব পুনরায় কহিলেন ভদ্রে ! সকল ভূতের অন্তর্যামি জগদ্গুরু আদি পুরুষ বাসুদেব ভগবান্ জনার্দনের উপাসনা করহ ॥ ১৫ ॥

তিনি দীনানুকম্পন, অবশ্য তোমার কামনা পূর্ণ করিবেন, আমার নিশ্চয় জানা আছে, ভগবৎ সেবাই অমোঘ, তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই অমোঘ নহে ॥ ১৬ ॥

এতৎ শ্রবণে অদিতি পরিতুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসিলেন ব্রহ্মন্ ! কি প্রকার বিধি দ্বারা জগৎগুরু ভগবানের উপাসনা করিব ? যে রূপে সত্য সংকল্প সেই হরি আমার মনোরথ পূর্ণ করেন এবং পুত্রগণ সহ অবসম্ম হইতেছি যে আমি আমার প্রতি আশু প্রীত হন, সেই রূপ তাঁহার উপাসনা বিধি উপদেশ করিতে আজ্ঞা হউক ॥ ১৭ ॥

কশ্যপ কহিলেন ভদ্রে ! আমি পূর্বে প্রজা কামনা করিয়া ভগবান্ পদ্মযোনিকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে কেশবতোষণ যে ব্রত উপদেশ করেন তোমাকে সেই ব্রত বলিতেছি ॥ ১৮ ॥

ফাল্গুনস্যামলে পক্ষে দ্বাদশাহং পয়োব্রতং । অর্চয়েদরবিন্দাক্ষং ভক্ত্যা পরময়াশ্রিতঃ ॥ ১৯ ॥
 সিনীবালাং মৃদালিপ্য স্নায়্যং ক্রোড়বিদীর্ণয়া । যদি লভ্যেত বৈ শ্রোতস্যেতম্মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ২০ ॥
 ত্বং দেব্যাং বরাহেণ রসায়াঃ স্থানমিচ্ছতা । উদ্ধৃতাসি নমস্তভ্যং পাপুনাং মে প্রণাশয় ॥ ২১ ॥
 নিবর্তিতাত্ম নিয়মো দেবমর্চেৎ সমাহিতঃ । অর্চয়াং স্থণ্ডিলে সূর্যো জলে বহ্নৌ গুরাবপি ॥ ২২ ॥
 নমস্তভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহীয়সে । সর্বভূতনিবাসায় বাসুদেবায় সাক্ষিণে ॥ ২৩ ॥
 নমোহব্যক্তায় সূক্ষ্মায় প্রধান পুরুষায় চ । চতুর্বিংশদগুণজায় গুণসংখ্যানহেতবে ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

অমলে শুক্রে ॥ ১৯ ॥

তত্রাদৌ পূর্বেভ্যঃ কৃত্যমাহ সিনীবালামিত্যাদিনা বক্ষ্যমাণ্য তত্রাত্মামিত্যন্তেন গ্রহেন যদি লভ্যেত তর্হি ক্রোড়বিদীর্ণয়া বরাহোংখাতয়া আলিপ্য ॥ ২০ ॥

তত্র মন্ত্রঃ ত্বং দেবীতি । হে দেবি ত্বং রসায়া উদ্ধৃতাসি ॥ ২১ ॥

নিবর্তিত আত্মনিয়মো নিত্যনৈমিত্তিকো যেন ॥ ২২ ॥

অত্রাবাহনাদৌ নবমস্ত্রানাহ নমস্তভ্য মিত্যি । পাদ্যাদৌ বিশেষতস্ত দ্বাদশাক্ষরং বক্ষ্যতি ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশতি গুণান্তত্বানি তানি জানাতীতি তথা তস্মৈ গুণসংখ্যানসা হেতবে সাংখ্যপ্রবর্তকায় ॥ ২৪ ॥

শ্রীবিখনাথচক্রবর্তী ।

পয়সা ব্রতং যন্ত সঃ পয়ঃপায়ীতার্থঃ ॥ ১৯ ॥

তত্রাদৌ পূর্বেভ্যঃ কৃত্যমাহ সিনীবালামমাবাত্মায়াং ক্রোড়বিদীর্ণয়া বরাহোংখাতয়া মৃদা । যদি লভ্যেতৈতৎকাক্ষি গোলক ন্যায়েনোভয়জাশ্রিতং ॥ ২০ ॥

তত্রাবাহনাদৌ নবমস্ত্রানাহ নম ইতি ॥ ২১ । ২২ । ২৩ ॥

চতুর্বিংশতি গুণান্ বৈশেষিকোক্তান্ রূপাদীন্ সাংখ্যোক্তানি তত্বানি বা জানাতীতি তস্মৈ । গুণসংখ্যানস্ত সাংখ্যশাস্ত্রস্ত হেতবে প্রবর্তকায় ॥ ২৪ ॥

ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে দ্বাদশাহ পয়োব্রত করিবে । তাহাতে ভক্তিয়ুক্ত হইয়া ভগবান্ পদ্মলোচনের অর্চনা করিতে হইবে ॥ ১৯ ॥

হে কল্যাণি ! যদি লভ্য হয়, বরাহোংখাত মৃত্তিকা দ্বারা অমাবস্যার দিবসে লেপন করিয়া শ্রোতোজলে স্নান করিবে ! স্নান কালে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে ॥ ২০ ॥

“হে দেবি ! স্থান ইচ্ছা করিয়া আদি বরাহ তোমাকে রসাতল হইতে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তোমাকে নমস্কার করি আমার পাপ বিনাশ কর” ॥ ২১ ॥

তদনন্তর নিত্য নৈমিত্তিক নিয়ম সম্পাদন পূর্বক সমাহিত মনে প্রতিমায় কিম্বা স্থণ্ডিলে, অথবা সূর্যো, কিম্বা জলে অথবা অগ্নিতে, কিম্বা গুরুতে অর্চনা করিবে ॥ ২২ ॥

পূজাকালে নয়টি মন্ত্র বলিয়া ভগবানের আবাহনাদি করিতে হইবে, সেই নয়টি মন্ত্র এই । হে ভগবন্ বাসুদেব ! মহত্তর পুরুষ, সর্ব প্রাণির নিবাস স্থান, সর্ব সাক্ষী, আপনাকে নমস্কার ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশতি তত্ত্বজ্ঞ এবং সাংখ্যযোগ প্রবর্তক সেই অব্যক্ত সূক্ষ্ম প্রধান পুরুষকে নমস্কার করি ॥ ২৪ ॥

নমো দ্বিশীর্ষে ত্রিপদে চতুঃশৃঙ্গায় তন্তবে । সপ্তহস্তায় যজ্ঞায় ত্রয়ী বিদ্যাত্মনে নমঃ ॥
নমঃ শিবায় রুদ্রায় নমঃ শক্তিদ্বয়চ । সর্ববিদ্যাধিপতয়ে ভূতানাং পতয়ে নমঃ ॥ ২৫ ॥
নমো হিরণ্যগর্ভায় প্রাণায় জগদাত্মনে । যোগৈশ্বর্য্য শরীরায় নমস্তে যোগহেতবে ॥
নমস্তে আদিদেবায় সাক্ষিভূতায় তে নমঃ । নারায়ণায় ঋষয়ে নরায় হরয়ে নমঃ ॥ ২৬ ॥
নমো মরকতশ্যাম বপুষেধিগতশ্রিয়ে । কেশবায় নমস্তভ্যং নমস্তে পীতবাসসে ॥
ত্বং সর্ববরদঃ পুংসাং বরেণ্যঃ বরদর্ষভ । অতস্তে শ্রেয়সে ধীরাঃ পাদরেণুপাসতে ॥ ২৭ ॥

ত্ৰিধরনামী ।

এবং সামান্যাতো নত্বা গুণাবতারান্ প্রণমতি ত্রিভিঃ । তত্রাদৌ মন্ত্রোক্তো যজ্ঞরূপেণ বিষ্ণোঃ প্রণামঃ নম ইতি । হে শীর্ষে যন্ত ত্রয়ঃ পাদা যন্ত । তন্তবে ফলবিস্তারকায় ত্রয়াং বিদ্যায়াং আত্মা যন্তেতি ত্রিধা বদ্ধ ইত্যন্তার্থমাহ তথাচ মন্ত্রঃ চত্বারি শৃঙ্গাণি ত্রয়োহস্ত পাদা হে শীর্ষে সপ্ত হস্তাঃ সোহস্ত ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহাদেবো মর্ত্যানাং বিবেশেতি মার্গ মুক্তরতা লুনঃ সোহয়ং প্রাজ্ঞৈর্জ্ঞা যথং । বিষ্ণুস্ত যজ্ঞ রূপেণ স্তূয়তে তেন তত্ত্বতঃ তথাচ মন্ত্রে চত্বারি শৃঙ্গাণীতি বেদা এব উক্তাঃ । ত্রয়োহস্ত পাদা ইতি সঘনানি ত্রিণি হে শীর্ষে প্রায়ণীয়েদয়নীয়ে সপ্ত হস্তাঃ সপ্ত চন্দাংসি ত্রিধা বদ্ধঃ ত্রেধাবদ্ধঃ মন্ত্রত্ৰাক্ষণকলৈঃ বৃষভো রোরবীতি রোরবণং সেবনং ক্রমেণ ঋগ্ভির্ষজুর্ভিঃ সামভিঃ যদেন মৃগ্ভিঃ শংসন্তি যজুর্ভির্ষজন্তি সামভিঃ স্তবন্তীতি ॥ ২৫ ॥
প্রাণায় স্ত্রাহ্মনে যোগৈশ্বর্য্যে শরীরং যন্ত ॥ ২৬ ॥
অধিগতা প্রাপ্তা শ্রীর্ষেন তস্মৈ ॥ ২৭ ॥

ত্ৰিবিখনাথচক্রবর্তী ।

গুণাবতারান্ প্রণমতি ত্রিভিঃ । তত্রাদৌ মন্ত্রোক্ত যজ্ঞরূপিণঃ বিষ্ণুঃ প্রণমতি নম ইতি তন্তবে ফলবিস্তারকায় । ত্রয়াং বিদ্যায়াং আত্মা যন্তেতি ত্রিধা বদ্ধ ইত্যন্তার্থ উক্তঃ । তথাচ মন্ত্রঃ । চত্বারি শৃঙ্গাণি ত্রয়োহস্ত পাদা হে শীর্ষে সপ্তহস্তাঃ সোহস্ত ত্রিধা বদ্ধো বৃষভোরোরবীতি মহাদেবো মর্ত্যা নাং বিবেশেতি । তথাচ যাস্কঃ চত্বারি শৃঙ্গাণীতি বেদা এবোক্তাঃ । ত্রয়োহস্ত পাদা ইতি সঘনানি ত্রিণি হে শীর্ষে প্রায়ণীয়েদয়নীয়ে । সপ্ত হস্তাঃ সপ্ত চন্দাংসি ত্রিধা বদ্ধঃ ত্রেধাবদ্ধঃ মন্ত্র ত্রাক্ষণ কলৈঃ বৃষভোরোরবীতি রোরবণং সেবন ক্রমেণ ঋগ্ভির্ষজুর্ভিঃ সামভিঃ যদেন মৃগ্ভিঃ শংসন্তি যজুর্ভিঃ যজন্তি সামভিঃ স্তবন্তীতি ॥ ২৫ ॥
প্রাণায় স্ত্রাহ্মনে যোগৈশ্বর্য্যময়ঃ শরীরং যন্ত তস্মৈ ॥ ২৬ । ২৭ ॥

সেই বিষ্ণু যজ্ঞফল বিস্তার কর্তা এবং যজ্ঞরূপী, তাঁহার দুইটি (প্রায়ণীয় ও উদয়নীয়) শীর্ষ, তিনটি (সঘনত্রয়) চরণ, চারিটি (চতুর্বেদ) শৃঙ্গ, সাতটি (সপ্তচন্দঃ) হস্ত, ত্রয়ীবিদ্যায় তাঁহার আত্মা, তাঁহাকে নমস্কার করি । শিব ও রুদ্র রূপি সেই ভগবান্কে নমস্কার । তিনি শক্তিদ্বর, সর্ব বিদ্যার অধিপতি এবং সর্ব ভূতের পতি, তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ২৫ ॥

সেই হিরণ্যগর্ভকে নমস্কার, তিনি সত্রমূর্তি, যোগের হেতু, জগতের আত্মা, যোগৈশ্বর্য্য তাঁহার শরীর, তাঁহাকে নমস্কার । ভগবন্ ! আপনি আদিদেব, সকলের সাক্ষি স্বরূপ, নারায়ণ, ঋষি, নর এবং হরি আপনাকে নমস্কার করি ॥ ২৬ ॥

হে ভগবন্ ! আপনি কেশব, আপনকার শরীর মরকতের ন্যায় শ্যামবর্ণ, আপনকার বসন পীতবর্ণ, আপনি শ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন, আপনাকে নমস্কার নমস্কার । হে বরেণ্য ! হে বরদশ্রেষ্ঠ ! আপনি পুরুষদিগের সর্ব বরদাতা, অতএব বীরজন কল্যাণার্থ আপনকার পাদরেণু উপাসনা করেন ॥ ২৭ ॥

অম্ববর্তন্ত যং দেবাঃ শ্রীশ্চ তৎ পাদপদ্ময়োঃ । স্পৃহয়ন্ত ইবামোদং ভগবান্ মে প্রসীদতাং ॥২৮॥
 এতৈশ্চৈলৈহীকেশমাবাহন পুরস্কৃতং । অর্চয়েচ্ছ্রদ্ধয়া যুক্তঃ পাদ্যোপস্পর্শনাদিভিঃ ॥
 অর্চিহা গন্ধমাল্যাদৈঃ পয়সা স্নাপয়েদ্বিভুং । বস্ত্রোপবীতাভরণ পাদ্যোপস্পর্শনৈস্ততঃ ॥
 গন্ধ ধূপাদিভিঃ চার্চেৎ দ্বাদশাঙ্কর বিদ্যায়া ॥ ২৯ ॥
 শৃতং পয়সি নৈবেদ্যং শাল্যম্নং বিভবে সতি ॥ ৩০ ॥
 সমর্পিঃ সগুড়ং দত্ত্বা ভূজীতান্মূল বিদ্যায়া । নিবেদিতং তদন্তর্য্য দদ্যাৎ ভূজীত বা স্বয়ং ॥ ৩১ ॥
 দত্ত্বাচমনমর্চিহা তান্মূলঞ্চ নিবেদয়েৎ । জপেদকোত্তরশতং স্তবীত স্ততিভিঃ প্রভুং ॥ ৩২ ॥

শ্রীদরশ্রামী ।

তৎপাদপদ্ময়োরামোদং স্পৃহয়ন্ত ইব দেবাঃ শ্রীশ্চ যম্ববর্তন্ত স মে প্রসীদতু ॥ ২৮ ॥
 আবাহনেন পুরস্কৃতং সম্মানিতং ॥ ২৯ ॥
 পয়সি শৃতং পকং পায়সং ॥ ৩০ ॥
 মূল বিদ্যায়া দ্বাদশাঙ্করেণৈব ॥ ৩১ ॥
 পূর্বোক্তাভিরন্যাভিঃ স্ততিভিঃ ॥ ৩২ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ ।

নিবেদিতমিত্যর্দ্ধকং । ভূজীতবেতি বা শব্দঃ সমুচ্চয়ে ॥ ৩১ । ৩২ । ৩৩ ॥

শ্রীবিষ্ণুনাথচক্রবর্তী ।

তৎপাদপদ্ময়োরামোদং স্পৃহয়ন্ত ইব দেবাঃ শ্রীশ্চ যম্ববর্তন্ত স মে প্রসীদতু ॥ ২৮ ॥
 এতৈশ্চৈলৈহীকেশমাবাহনেন পুরস্কৃতং সংমানিতং স্বঃ পুরহীকৃতমিতি বা । উপস্পর্শন মাচমনীয়ং ॥
 প্রথমং পাদ্যাদিভিঃ রর্চিহা স্নাপয়েৎ । স্নাপয়িত্বা বস্ত্রোপবীতাভরণ পরিধাপনান্তরং পুনরপি পাদ্যাদিভিঃ চার্চকারণানৈ-
 রপি বহুভিকপচারৈঃ পাদ্যাদি দানে সর্বত্র মন্ত্রমাহ দ্বাদশেতি ॥ ২৯ ॥
 পয়সি শৃতং পকং পরমান্নং ॥ ৩০ ॥
 নিবেদিতং সর্বমেব দদ্যাৎ কিঞ্চিৎ দত্ত্বা বা ভূজীতেত্যর্থঃ ॥ ৩১ । ৩২ ॥

অহো ! দেবগণ এবং লক্ষ্মী যাঁহার পাদপদ্মের সৌরভ স্পৃহা করিয়া অনুবৃত্তি করেন সেই ভগবান্
 আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ২৮ ॥

হে ভদ্রে ! এই সকল মন্ত্র দ্বারা আবাহন করিয়া শ্রদ্ধা পূর্বক পাদ্যাদি প্রদানান্তর ভগবান্
 হ্রীকেশের অর্চনা করিবে । তদনন্তর গন্ধ মাল্যাদি দিয়া পূজা করিয়া ছুঙ্ক দ্বারা সেই বিভূকে
 স্নান করাইবে । তাহার পর বসন ভূষণ যজ্ঞোপবীত, পাদ্য, গন্ধ এবং ধূপাদি প্রদান পূর্বক দ্বাদ-
 শাঙ্কর মন্ত্রে পূজা করিবে ॥ ২৯ ॥

হে সতি ! যদি বিভব থাকে তাহা হইলে ছুঙ্কে শাল্যম্ন পাক করিয়া পায়সের নৈবেদ্য করিবে ॥ ৩০ ॥

পরে স্নত ও গুড় সহিত সেই পায়স নিবেদন পূর্বক মূল বিদ্যা অর্থাৎ দ্বাদশাঙ্কর মন্ত্র দ্বারা হোম
 করিবে । তদনন্তর নিবেদিত দ্রব্যজাত ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিদিগকে ভোজন করাইবে অথবা স্বয়ং
 ভোজন করিবে ॥ ৩১ ॥

ভদ্রে ! পূজার পর আচমন দিয়া তান্মূল নিবেদন করিতে হইবে । তদনন্তর অকোত্তর শতবার
 মূল মন্ত্র জপ করিয়া পূর্বোক্ত এবং অন্যান্য স্ততি দ্বারা প্রভুর স্তব করিবে ॥ ৩২ ॥

কৃতা প্রদক্ষিণং ভূমৌ প্রণমেদগুবনুদা । কৃতা শিরসি তচ্ছেষাং দেবমুদাসয়েততঃ ॥ ৩৩ ॥
 দ্বাবরান্ ভোজয়েদ্বিপ্রান্ পায়সেন যথোচিতং । ভুঞ্জীত তৈরনুজাতঃ সেক্তঃ শেষং সভাজিতৈঃ ॥ ৩৪ ॥
 ব্রহ্মচার্য্যথ তদ্রাত্ৰ্যাং শ্বোভূতে প্রথমেহহনি । স্নাতঃ শুচিৰ্যথোক্তেন বিধিনা স্তবসমাহিতঃ ॥ ৩৫ ॥
 পয়সা স্নাপয়িত্বার্চৈদযাবদ্ব্রতসমাপনং । পয়োভক্ষ্যো ব্রতমিদং চরেদ্বিষ্ণুর্চন্দ্রনাভুতঃ ॥
 পূৰ্ব্ববজ্জুহুয়াদগ্নিং ব্রাহ্মণাংশ্চাপি ভোজয়েৎ । এবব্রহ্মহরহঃকুর্যাদ্বাদশাহং পয়ো ব্রতং ॥
 হরেক্সারাদনং হোমমহং দ্বিজতপং । প্রতিপাদিনমারভ্য যাবচ্ছুর ত্রয়োদশীং ॥ ৩৬ ॥
 ব্রহ্মচর্য্যমধঃ স্বপ্নং স্নানং ত্রিসবনকরেৎ । বর্জয়েদসদালাপং ভোগানুচ্চাবচাংস্তথা ॥ ৩৭ ॥

শ্রীপরমহংসী ।

তস্ত শেষাং নির্মালাং ॥ ৩৩ ॥
 দ্বৌ অবরৌ যেষাং তান্ অসম্ভবে দ্বাবপি ভোজয়েদিত্যর্থঃ । সভাজিতৈস্তৈরনুজাতঃ সন্ সেক্তঃ বন্ধুভিঃ সহিতঃ ॥ ৩৪ ॥
 তস্তাং রাত্ৰ্যাং ব্রহ্মচারী সন্ শ্বোভূতে প্রভাতে সতি ॥ ৩৫ ॥
 পয় এব ভক্ষ্য আহারো যস্য ॥ ৩৬ ॥
 অধঃ স্বপ্নং শয়নং ॥ ৩৭ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ ।

দ্বৌ অবরৌ কনিষ্ঠপক্ষৌ যেষাং । দ্বৌ অবরসংখ্যৌ যেষাং তাং স্ত্রীাদীনিতি বা ॥ ৩৪ । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ ॥

শ্রীবিখনাথচক্রবর্তী ।

শেষাং নির্মালাং উদাসৌ বিসর্জনং ॥ ৩৩ ॥
 দ্বৌ অবরৌ যেষাং অসামর্থ্যে দ্বাবপি ভোজয়েৎ । সভাজিতৈঃ স্ক্ তাম্বুলাদিদ্বা পূজিতৈস্তৈদ'ভ্রাজঃ সন্ সেক্তঃ বন্ধুসহিতঃ ॥ ৪৪ ॥
 শ্বোভূতে প্রভাতে সতি ॥ ৩৪ । ৩৫ ॥
 শুক্লত্রয়োদশীতি প্রথমাস্তো দ্বিতীয়ান্তশ্চ কাচিংকঃ পাঠঃ ॥ ৩৬ ॥
 স্বপ্নং শয়নং ॥ ৩৭ ॥

তাহার পর প্রদক্ষিণ করিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে এবং নির্মালায় গ্রহণান্তর দেবতাকে
 বিসর্জন দিবে ॥ ৩৩ ॥

তদনন্তর পায়স দ্বারা দুইয়ের অন্যান ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে পরে বিপ্রদিগের অনুমতি লইয়া
 বন্ধু বান্ধব সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর সেই রাত্ৰিতে ব্রহ্মচারী হইয়া থাকিয়া প্রভাত হইলে প্রথম দিন প্রাতঃকালে যথাবিধি
 স্নান ও শুচি এবং সমাহিত হইবে ॥ ৩৫ ॥

তাহার পর দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইয়া পূজা করিবে, যাবৎ ব্রত সমাপন না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত ঐরূপ
 করিতে হইবে । হে দেবি! পয়োমাত্র ভক্ষণ করিয়া বিষ্ণুপূজনে কৃতাদর হওত ঐ প্রকারে ব্রত
 করিবে এবং পূর্ববৎ অগ্নিতে হোম করিবে ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে । এই রূপে দ্বাদশাহ যাবৎ
 অহরহঃ পয়োব্রত করিবে । অর্থাৎ প্রতিপৎ তিথি অবধি শুক্লা ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত হোম, পূজন এবং
 ব্রাহ্মণ ভোজনাदि দ্বারা হরির আরাধনা করিবে ॥ ৩৬ ॥

ঐ দ্বাদশ দিন ব্রহ্মচর্য্য, অধঃশয়ন অর্থাৎ ভূমি শয়ন এবং ত্রিসন্ধ্য স্নান করা আবশ্যিক এবং অসৎ
 আলাপ ও উচ্চাবচ ভোগ পরিত্যাগ করা কর্তব্য ॥ ৩৭ ॥

অহিংস্রঃ সৰ্ব্ব ভূতানাং বাসুদেবপরায়ণঃ । ত্রয়োদশ্যামথো বিষ্ণোঃ স্রপনং পঞ্চকৈর্বিভোঃ ॥
 কারয়েচ্ছাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা বিধিকোবিদৈঃ । পূজাঞ্চ মহতীং কুৰ্য্যাদ্বিত্তশাঠ্যবিবৰ্জিতঃ ॥
 চরুং নিরুপ্য পয়সি শিপিবিক্টায় বিষ্ণবে । সূতেন তেন পুরুষং যজেত স্রসমাহিতঃ ॥
 নৈবেদ্যঞ্চাতিগুণবদদ্যাং পুরুষ তুষ্টিদং । আচার্য্যং জ্ঞানসম্পন্নং বস্ত্রাভরণধেনুভিঃ ॥
 তোময়েদৃষ্টিজশ্চৈব তদ্বিক্যারাধনং হরেঃ । ভোজয়েত্তান্ গুণবতা সদম্মেন শুচিস্মিতে ॥
 অগ্ন্যাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ শক্ত্যা যেচ তত্র সমাগতাঃ । দক্ষিণাং গুরবে দদ্যাৎ দৃষ্টিগ্ভ্যশ্চ যথার্থতঃ ॥
 অন্নাদ্যোনাশ্বপাকাংশ্চ প্রীণয়েৎ সমুপাগতান্ । ভুক্তবৎস্বথ সৰ্ব্বেষু দীনান্ধ রূপণাদিষু ॥
 বিষ্ণোস্তুৎপ্রীণনং বিদ্বান্ ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ । নৃত্যবাদিত্র গীতৈশ্চ স্তুতিভিঃ স্বস্তিবাচকৈঃ ॥
 কারয়েৎ তৎ কথাভিঃ পূজাং ভগবতোহম্বহং ॥ ৩৮ ॥
 এতৎ পয়োব্রতং নাম পুরুষারাধনং পরং । পিতামহেনাভিহিতং ময়া তে সমুদাহৃতং ॥
 ভ্রূক্ষানেন মহাভাগে সম্যক্ চীর্ণেন কেশবং । আত্মনা শুদ্ধভাবেন ভজনীয়ং ভজ্যব্যয়ং ॥ ৩৯ ॥
 অয়ং বৈ সৰ্ব্ব যজ্ঞাখ্যঃ সৰ্ব্বব্রতমিদং শ্রুতং । তপঃসারমিদং ভদ্রে দানক্ষেত্ৰতপং ॥

শ্রীধরস্বামী ।

পঞ্চকৈঃ পঞ্চামৃতৈঃ ॥ ৩৮ ॥ ময়াচ তে সমুদাহৃতং ॥ ৩৯ ॥ সৰ্ব্ব যজ্ঞাখ্যায় যজ্ঞঃ সৰ্ব্বব্রতমিতিচ শ্রুতমেতদ্রুতং ॥ ৪০ ॥

শ্রীবিখনাথচক্রবর্তী ।

পঞ্চকৈঃ পঞ্চামৃতৈঃ ॥ ৩৮ । ৩৯ ॥

সৰ্ব্ব যজ্ঞাখ্যায় যজ্ঞ ইত্যনেনৈকেনৈব সৰ্ব্বযজ্ঞাঃ কৃতা ভবন্তীত্যর্থঃ । এবমিদং সৰ্ব্বব্রতং তপঃ সারমিতি অস্ত্র সৰ্ব্বতপ

দ্বাদশাহ গত হইলে ত্রয়োদশী তিথিতে সৰ্ব্ব প্রাণির অহিংসক এবং বাসুদেব পরায়ণ হইয়া বিধি দর্শিদিগের দ্বারা পঞ্চামৃত দিয়া শাস্ত্র দৃষ্ট বিধান ক্রমে বিষ্ণুর স্নান করাইবে আর বিত্তশাঠ্য বিসর্জন পূর্বক মহতী পূজা করিবে । পরে দুগ্ধে চরু প্রস্তুত করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিবে এবং উত্তম রূপ সমাহিত হইয়া উল্লিখিত মন্ত্র দ্বারা পরম পুরুষের অর্চনা করিবে । অপর যাহাতে পরম পুরুষের তুষ্টি হয় তাদৃশ গুণবৎ নৈবেদ্য প্রদান করিবে । তদনন্তর বস্ত্রালঙ্কার ও ধেনু দিয়া জ্ঞান সম্পন্ন আচার্য্য ও পুরোহিতদিগের সন্তোষ জন্মাইবে । হে সতি ! ঐ সকলের সন্তোষ উৎপাদনই হরির আরাধনা অতএব ঐ সকল ব্যক্তিকে এবং অগ্ন্যাণ্ড যে সকল ব্রাহ্মণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হন, তাহাদিগকে শক্ত্যানুসারে উত্তম উত্তম ভক্ষ্য ভক্ষণ করাইবে । তৎপরে গুরু এবং ঋত্বিকৃগণকে যথাযোগ্য দক্ষিণা দিবে । পরিশেষে আর আর যে সকল ব্যক্তি সমাগত হয় তাহাদিগকে অন্নাদি দিয়া তৃপ্ত করিবে । হে সাধু ! দীন অন্ধ রূপণাদি সমস্ত ব্যক্তির ভোজন হইলেই ভগবান্ বিষ্ণুর প্রীত হইল জানিয়া পরে আপনি বন্ধুবর্গ সহিত ভোজন করিবে । ভদ্রে ! ত্রৈতর সময় প্রতিদিনই নৃত্য গীত রাদ্য স্তুতি পাঠ স্বস্তিবাচন এবং ভগবৎ কথা ইত্যাদি দ্বারা ভগবানের অর্চনা করিবে ॥ ৩৮ ॥

হে মহাভাগে ! ইহার নাম পয়োব্রত, ইহা পরম পুরুষের আরাধনমাত্র । পিতামহ ব্রহ্মা আমাকে এই ব্রত বলিয়াছেন, আমি প্রীত চিত্তে তোমাকে বলিলাম । তুমি এই ব্রত সম্যকরূপে আচরণ করিয়া এতদ্বারা ভজনীয় অব্যয় ভগবানের আরাধনা কর ॥ ৩৯ ॥

হে ভদ্রে ! ইহারই নাম সৰ্ব্বযজ্ঞ, ইহাই সৰ্ব্বব্রত, ইহাই তপঃসার, ইহাই মহৎ দান, ইহাই ঈশ্বর

তএব নিয়মাঃ সাক্ষাত্ত এবচ যমোত্তমাঃ । তপোদানং ব্রতং যজ্ঞো যেন তুষ্যত্যধোক্ষজঃ ॥

তস্মাদিতদ্ব্রতং ভদ্রে প্রযতা শ্রদ্ধয়া চর । ভগবান্ পরিতুষ্টস্তে বরানাম্শু বিধাস্যতি ॥ ৪০ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে কশ্যপাদিতি
সম্বাদে পয়োব্রতকথনং ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ১৬ ॥ * ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

ইতু্যক্তো সা দিতী রাজন্ স্বভত্রা কশ্যপেন বৈ । অস্বতিষ্ঠদ্রুতমিদং দ্বাদশাহমতস্ত্রিতা ॥

চিন্তয়ন্ত্যেকয়া বুদ্ধ্যা মহাপুরুষমীশ্বরং । প্রগৃহেদ্রিয় দুষ্কান্শান্ মনসা বুদ্ধিসারথিঃ ॥

মনশ্চৈকাগ্রয়া বুদ্ধ্যা ভগবত্যখিলাত্ত্বনি । বাসুদেবে সমাধায় চচারহ পয়োব্রতং ॥

শ্রীপরশ্রামী ।

॥ * ॥ ইত্যষ্টমে ষোড়শঃ ॥ * ॥

ততঃ সপ্তদশেহদিত্যা কৃতে তস্মিন্ ব্রতে হরিঃ । তৎকাম পূরণায়াদৌ তৎ পুত্রোহভূদিত্যিহা ॥ ১ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ ।

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে শ্রীজীবগোষামিকৃত ক্রমসন্দর্ভে ষোড়শোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ * ॥

পুনঃ সা চক্ষুষা পিবন্তীবোধীক্ষ্যমাণা বভূবেত্যর্পঃ ॥ ১ । ২ । ৩ । ৪ ॥

শ্রীবিষ্বনাথচক্রবর্তী ।

স্বাদিত্তি ভাবঃ । তেন যজ্ঞসার ব্রতসার দানসার শব্দেনাপীদং বাচ্যমিতি দ্যোতিতং । ঈশ্বরতর্পণক্ষেতি চকারাদীশ্বর তর্প-
ণোহয়ং যজ্ঞঃ ঈশ্বর তর্পণং ব্রতমিত্যেবঞ্চ বাচ্যং ॥

ঈশ্বরতর্পণং বিনা সর্বমেব বিফলমিতি দিগ্दर्শনেনাহ ত এবেতি । অন্যে নিয়মাদ্যাএব ন জ্ঞাঃ । যেনেতি নপুংসক
ন নপুংসকেনেত্যাদিনৈকত্বং ॥ ৪০ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিতাং হর্ষণ্যাং ভক্তচেতসাং । অষ্টমে ষোড়শোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

ব্রতিন্যেবাদিতি শিষ্ণুং পশ্যন্তী তুষ্টুবে সতাং । আশ্বাত্থাত্ত্বং সূতোব্রহ্মস্তুতঃ সপ্তদশে প্রভুঃ ॥ ০ ॥

মনসা প্রগৃহ প্রগ্রহরূপেণ মনসা বশীকৃত্যেত্যর্থঃ । মনোরশ্মির্বুদ্ধি স্ত ইতি পূর্বোক্তেঃ । একাগ্রয়া একাগ্রী কৃতয়া বুদ্ধ্যা

তর্পণ । অপর যাহাতে ভগবান্ অধোক্ষজের সন্তোষ হয়, তাহাই নিয়ম, তাহাই উত্তম সংযম, তাহাই
তপস্যা, তাহাই দান, তাহাই ব্রত, তাহাই যজ্ঞ ॥ ৪০ ॥

অতএব তুমি সংযতা হইয়া শ্রদ্ধা পূর্বক এই ব্রত আচরণ করহ, ইহাতে ভগবান্ পরিতুষ্ট হইয়া
শীঘ্রই তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিবেন ॥ ৪১ ॥

॥ * ॥ ইতি অষ্টমে ষোড়শঃ ॥ * ॥

সপ্তদশ অধ্যায়ে অদিতি পয়োব্রত আচরণ করিলে তদীয় কামনা পূরণার্থ ভগবান্ হরির তৎ পুত্রত্ব
স্বীকার ॥ ০ ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্ ! আপনার স্বামী মহর্ষি কশ্যপ ঐ প্রকার উপদেশ করিলে অদিতি
অনলস হইয়া দ্বাদশ দিবস সাধ্য ঐ ব্রত আচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন । তিনি স্বীয় বুদ্ধিকে সারথি
করিয়া ইন্দ্রিয় রূপ দুষ্ক অশ্ব সকলকে নিগ্রহ করত এক চিত্তে মহাপুরুষ ঈশ্বরের চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন
এবং একাগ্র বুদ্ধি দ্বারা অখিলাত্ত্বা ভগবান্ বাসুদেবে মনঃ সমাধান করত অহরহঃ পয়োব্রত করিতে
লাগিলেন । হে তাত ! অদিতির ব্রতচারণে ভগবান্ আদিপুরুষ পরিতুষ্ট হইয়া অচিরেই পীতবসন
পরিধান এবং চারি হস্তে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারণ পূর্বক অদিতির সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন । তাঁহাকে